৩০৮. পৌলের সাথে আরিষ্টার্খও জেলে গেলো, কিন্তু তীমথিয়, লূক, তুখিক এবং **দীমা** তাদেরকে সাহায্য করলেন। পরে পালিয়ে আসা দাস **ওনীষিম** জেলে পৌলের সাথে দেখা করতে আসলো এবং শিষ্যে পরিণত হলো। **ইপাফ্রা,** যে কলসীতে বসে যীশুর প্রথম শিষ্য হয়েছিলো, পৌলকে অশান্তির খবর দিলো। তাই পৌল লায়দিকেয়াস্থ ও কলসীর শিষ্যদের একে অন্যের সাথে সহভাগ করে পড়ার জন্য একটি, ইফিষীয়ের শিষ্যদের জন্য আরেকটি চিঠি এবং **ফিলীমনকে** একটি ব্যাক্তিগত চিঠি লিখলো, এরপর তুখিক এবং ওনীষিমকে লায়দিকেয়াস্থ, কলসী এবং ইফিষীয়তে চিঠি গুলো দেবার জন্য পাঠালো (কল ১ ও ৪; ইফি ৬; ফিলী)।

৩০৯. **কলসীয়দের প্রতি পৌলের চিঠি** (যীশুর শ্রেষ্ঠত্বকে ধারণ) *যার মাধ্যমে এবং যার জন্য স্বর্গে ও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে সেই ঈশ্বর আমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে তার প্রিয় পুত্রের রাজ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন,* **আর যা তার পুত্র ধারণ করেন। ১. ভ্রান্ত শিক্ষা সংযোগ করা এবং যীশুর আরো অবিমিশ্র খবরের দাসত্বের প্রতি সাবধান হও।** ২. খাঁটি ও ধন্যবাদপূর্ণ জীবন যাপনের দিকে লক্ষ্য রাখো এবং পরিবারে ও কাজের স্থানে সম্মানের সাথে বাস করো। ৩. যীশুকে সহভাগ করতে দরজা খোলার জন্য প্রার্থনা করো।

৩১০. **ফিলীমনের প্রতি পৌলের চিঠি** (যীশুর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার) ওনীষিমকে ক্ষমা করো ও পুনরায় স্বাগত জানাও, কিন্তু একজন পালিয়ে যাওয়া দাস হিসাবে নয় বরং **একজন প্রিয় ভাই হিসাবে। পৌল আসা করতে লাগলো যে তাকে শীঘ্রই ছেড়ে দেয়া হবে ও সে কলসীতে ফিলীমনের সাথে দেখা করতে যাবেন।**

৩১১. **ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের চিঠি** (ঈশ্বরের মহিমান্বিত পরিকল্পনা) **যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের অনেক আশীর্বাদ করেছেন, যার রক্তের মাধ্যমে আমরা পাপ থেকে মুক্তি ও ক্ষমা পেয়েছি,** এবং ***ঠিক যেমনটি ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছেন যে তার দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে এক করা হবে।*** **১. বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের এই করুনা করেছেন এবং যিহূদী ও বিজাতীয়দের একত্র করেছেন।** ২-৩. করুনাবিষ্ট হয়ে পরিপক্কতা লাভ করো এবং খাঁটি ও ধন্যবাদপূর্ণ জীবন যাপনের দিকে লক্ষ্য রাখো, পরিবারে ও কাজের স্থানে সম্মানের সাথে বাস করো, এবং **আত্মিক যুদ্ধের সময়ে ঈশ্বরের ঢাল বহন করো ও প্রভুতে শক্তিশালী হও।** ৪-৬।

৩১২. পরে ফিলিপীয়ের শিষ্যদের পক্ষ থেকে একটি উপহার সহ **ইপাফ্রদীত** পৌলের সাথে দেখা করতে আসলেন এবং একটি চিঠি সহ তাদের কাছে ফিরে গেলেন। পৌল যীশুর সুসমাচার কৈসরের প্রাসাদ থেকে রোমীয় সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিলো। ফিলি ১।

৩১৩. ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের চিঠি (যীশুর মত হও) ফিলিপীয়রা পৌলকে অনেক আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু **পৌল আরো দূরে যেতে চায় ও যীশুর সাথে থাকতে চায়, যা কিনা আরো ভালো,** যদিও সে তাদের জন্য থেকে যেতে চায়। **তার জেল থেকে যীশুর কথা চারিদিকে ছরিয়ে পরতে লাগলো। ১. যীশু যেমন করেছিলেন ঠিক তেমনি বিনয়ের সাথে অন্যদেরকে ভালোবাস, যিনি ঈশ্বরের আকার বদলে আমাদের সেবা করার জন্য এসেছিলেন।** তীমথিয় দেখা করতে আসবে। ২. সঠিক পথে চলো ও **যিহূদীদের হতে সাবধান হও** । ৩. সব কিছুর মধ্যে প্রার্থনা কর, এবং ঐকে বাস কর ও সন্তুষ্ট থাকো। ৪।

১২ পিতর ও পৌলের মৃত্যু পর্যন্ত শিষ্যদের পরবর্তী কাজ

৩১৪. **রোমীয় সম্রাট নিরুর** আদালতে পৌল মুক্ত হলো এবং তার পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী শীঘ্রই ইতালী থেকে ফিলিপীয় ও কলসী পর্যন্ত ভ্রমন করলেন।

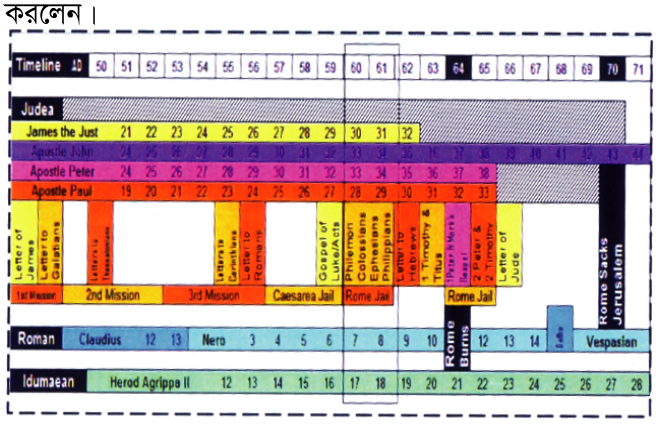

হাইপারলিংক: পৌলের বেকসুর খালাসের বিষয়ে এসূবীয়ের মতবাদ
প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসবীদ এসূবীয় লিপিবদ্ধ করেন যে রোমীয় সম্রাট নীরু পৌলের রোমে বসে প্রথম কারা বন্দি জীবন থেকে তাকে বেকসুর খালাস দিয়ে তাকে মুক্ত করেন, যার বিবরণ প্রেরিতের অধ্যায়ে পাওয়া যায়।
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
লক্ষ্য করুন: ২২অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১-২।

হাইপারলিংক: যাকোবের মৃত্যুতে যোষেফাসের মতবাদ
প্রাচীন যিহূদী ইতিহাসবীদ যোষেফাস ২য় হেরোদ আগ্রিপ্পের রাজত্বের সময়ে যীশুর ভাই যাকোবের মৃত্যুর সাথে সমন্ধযুক্ত ঘটনাগুলোর বিবরণ দেন।
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-20.htm
লক্ষ্য করুন: ৯ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১।

৩১৫. **ইব্রীয়দের প্রতি চিঠি** (মোশির আইনের চেয়ে যীশু মহৎ) ঈশ্বর পূর্বে ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে কথা বলতেন আর এখন **তার পুত্রের মধ্য দিয়ে** কথা বলে থাকেন, **যার মাধ্যমে তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তা কে ধারণ করতে দিয়েছেন। যীশু হলেন ঈশ্বরের প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং ঈশ্বরের সব দূত তার ভজনা করুক।** ১. মোশির থেকে যীশুতে বেশী মনোযোগী হও। ২-৩. *মল্কিষেদকের পরে যীশুই আমাদের প্রধান পুরোহিত* **তিনি যে কষ্ট ভোগ করেছেন তার মাধ্যমে আমাদেরকে সহানুভূতী প্রদর্শন করতে পারেন আর তিনি হারণের পুরোহিতদের চেয়েও মহৎ যেহেতু তিনি অনন্তকাল নূতন বিশ্রামবার ও নূতন নিয়মের উপর দায়িত্ব পালন করবে।** ৪-৮. *যিহুদীরা যীশুর ত্যাগের বাস্তব অভিজ্ঞতারই পূর্বরূপের আরাধনা করে থাকে।* ৯-১০. যেমনটা পূর্বে অনেকেই করেছে তেমনই তোমাদেরও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। ১১. তার সন্তান হয়ে *অনড় রাজত্ব* পাবার জন্য ঈশ্বরের নিয়ম কানুন পালন কর; প্রেমে চলো; তোমাদের নেতাদের সাথে সহযোগীতা কর এবং **নূতন শিক্ষার মায়ায় না পড়ো** । তীমথিয় জেল থেকে ছাড়া পেলো; ইতালীর শিষ্যদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা পেলো। ১২-১৩।

৩১৬. পৌল ও তীমথিয় ইফিষীয়তে যান, যেখানে তীমথিয় সাহায্য করতে থেকে যান এবং পৌল মাকিদনিয়ায় যান (১তীম ১ ও ৩)।

৩১৭. **তীমথিয়ের প্রতি পৌলের ১ম চিঠি** (ঐশ্বরীক পালকীয় – নেতৃত্ব) **তীমথিয়কে হুমিনায় ও আলেক্সান্দরের মত ভ্রান্তও অনন্ত জীবন সম্পর্কীত বিষয় গুলো শিক্ষা সমন্ধে ইফিষের শিষ্যদের সঠিক পথে রাখতে বললেন।** ১. শাসনকর্তাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন তারা সুশাসন স্থাপন করতে পারে ও ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী লোকে যীশুর কথা জানতে পারে, ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। ২. নেতাদেরকে অবশ্যই আদর্শসরূপ হতে হবে। **যীশুর রহস্যের মধ্য থেকে ঈশ্বরত্ব ঝড়ে পরে।** ৩. ***আত্মা স্পষ্ট ভাবে বলে যে পরবর্তী সময়ে অনেকেই অশুভ চাতুরী ও শিক্ষা দানের জন্য এই বিশ্বাসে বাধা দেবে,*** কিন্তু সত্যিকারে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অনুগত হও। ৪. শিষ্যদের একে অন্যকে প্রেম করতে, সাহায্য করতে ও সম্মান করতে হবে; অর্থলোভী হওয়া যাবে না এবং ঈশ্বর আমাদের জন্য যে কাজ নিরূপন করেছেন তা শেষ করার জন্য শেষ পর্যন্ত দৌড়াও। ৫-৬।

৩১৮. সে ছাড়া পাবার কিছু সময় পর পৌল যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করেছিলো সে হয়তো স্পেনে গেলো। পরে পৌল তীতের সাথে ক্রীতী দ্বীপে গেলেন, পৌল তার যাত্রা চালু রাখলেও সে সাহায্য করার জন্য সেখানে থেকে গেলো (রোমীয় ১৫; তীত ১)।

৩১৯. **তীতের প্রতি পৌলের চিঠি** (আদেশ পালনের জন্য নেতা নিয়োগ কর) তীতকে ক্রীতীর জন্য ঐশ্বরীক নেতা নিয়োগ করতে হবে ও বিদ্রোহীদের সুবিচার করতে হবে। ১. তাদেরকে নিরাময় শিক্ষা দান করতে হবে এবং সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২. **শিষ্যরা অবশ্যই শাসনকর্তাদের সম্মান করবে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করবে।** পৌল পরে আর্তিমাকে কিম্বা তুখিককে ক্রীতীতে পাঠাবে । আপল্লোকে এবং **ব্যবস্থাবেত্তা সীনাকে** যত্নপূর্বক পাঠাও। ৩.

৩২০. পৌল ত্রফিমকে অসুস্থ্য অবস্থায় মিলীতে রেখে গেলো এবং ত্রোয়াতে **কার্পের** কাছে তার শালখানি ও চামড়ার বইগুলো রেখে আসলো। ইরাস্ত করিন্থে আছেন ও দীমা বর্তমান যুগ ভালবাসাতে পৌলকে ত্যাগ করে থিষলনীকীতে গিয়েছে। পিতর সীলকে এক জরুরী চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে, নিরু রোম পুড়িয়ে দেবার পর ও খ্রীষ্টিয়ানদের দোষী করবার পর এখন একমাত্র মার্ক পন্ত, গালাতীয়,কাপ্পাদকিয়া ও এশিয়া এবং বৈথনীয়াতে ছড়িয়ে থাকা নির্বাসিতদের মাঝে আমার সাথে আছে (২ তীম ৪; ১ পিতর ৫)।

হাইপারলিংক: নিরুর খ্রীষ্টিয়ানদের দোষী করার বিষয়ে টাসিটাসের মতবাদ
সম্রাট নীরু কিভাবে রোম পুড়িয়ে দেবার ব্যাপারে খ্রীষ্টিয়ানদের দোষী করেছিলেন প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসবীদ টাসিটাস তা লিপিবদ্ধ করেন, নিজে দোষ থেকে বাঁচবার জন্য, পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী নৃশংস ভাবে লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলো। এতে করে সম্রাটের মাধ্যমে পিতর ও পৌলের উপর অত্যাচারের শুত্রপাত হয় ও তারা মারা যান। তিনি আরো নিশ্চিত করেন যে সম্রাট তিবিরিয়ের সময় রোমীয় মতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি পন্তীয় পীলাতের হাতে খ্রীষ্টকে যিহুদায় বসে মেরে ফেলা হয়।
http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
লক্ষ্য করুন : পৃষ্ঠা ১৭ এর ১৩, ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ

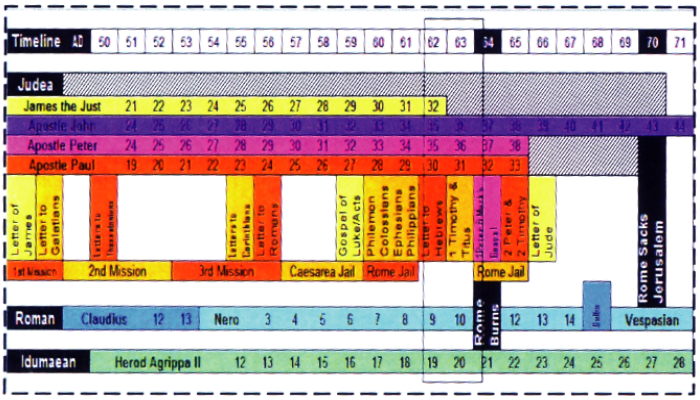

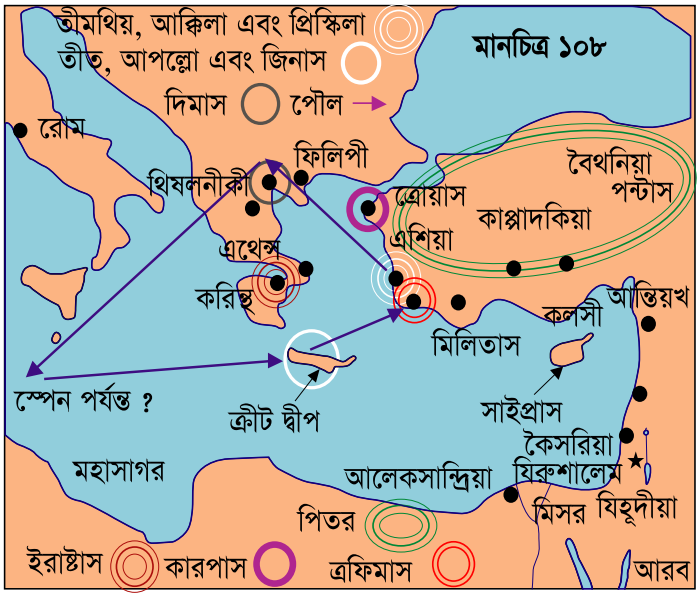

৩২১. **পিতরের ১ম চিঠি** (পন্ত, গালাতীয়,কাপ্পাদকিয়া ও এশিয়া এবং বৈথনীয়াতে ছড়িয়ে থাকা নির্বাসিতদের জন্য) বিচারের মাধ্যমে আমরা শুদ্ধ হয়েছি, তাই পিছনে না গিয়ে বরং আরো শক্ত হই এবং একে অন্যকে ভালোবাসি। ১. ***আমরা হলাম ঈশ্বরের মন্দিরে যীশুর উপরে গাথা জীবন্ত পাথর সরূপ,*** তাই তার মত সেবা কর। ২. অন্তরের সৌন্দর্য্য বাড়াও এবং **সৎ ইচ্ছায় যীশুর মত ভালো কাজ করে কষ্টভোগ কর;** ঈশ্বর আমাদের প্রতিফল দেবেন। ৩-৪. নেতাদেরকে প্রেমের পালক হতে হবে । ৫.

৩২২. **মার্ক লিখিত সুসমাচার** (পরজাতীয়দের কাছে পিতরের আত্মজীবনী) যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যিনি শয়তানকে প্রতিহত করেন এবং অসুস্থ্যকে সুস্থ্য করেছিলেন ও মন্দ আত্মা দূর করেছিলেন সাথে শিষ্য যোগার করেছিলেন। ১. **যীশু একজন ঘৃণিত কর আদায়কারীকে তার কাছে ডাকলেন এবং যিহুদীদের নিয়ম পাল্টে দিলেন।** ২. যীশু বিশ্রামবারের উপর শাসন করলেন, বার জন শিষ্য বেছে নিলেন, এবং **তিনি শয়তানের শক্তি ব্যবহার করছেন বলে তাকে ভ্রান্ত ভাবে দোষারোপ করা হলো।** ৩. যীশু উপমার সাহায্যে শিক্ষা দিতেন এবং **সাগরে বসে তিনি একদিন ঝড় থামালেন।** ৪. যীশু এক ভীতু পাগল মানুষের কাছ থেকে এক ঝাক মন্দ আত্মা বের করলেন এবং **মৃতদেরকে জীবন দিলেন।** ৫. কিন্তু **যীশু তার নিজের লোকদের কাছে সম্মান পেলেন** না আর যোহন বাপ্তাইজককে মেরে ফেলা হলো। **যীশু আশ্চর্য্য ভাবে ৫,০০০ লোককে খাওয়ালেন** ও পানির উপর দিয়ে হাটলেন। ৬. যীশু যিহুদীদের দেখালেন যে তাদের মধ্যে দূর্নীতি শুরু হয়েছে। তিনি পরজাতীয়দের মধ্যেও অনেককে সুস্থ্য করলেন। ৭. **তিনি আশ্চর্য্য ভাবে আরো ৪,০০০ লোককে খাওয়ালেন।** পিতর শিকার করলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট কিন্তু এখন তা কাউকে জানাবার নয়। ৮. **যীশু প্রতাতে মহিমান্বিত হলেন,** মন্দ আত্মা দূর করলেন এবং **অন্যদেরকে তার নামে এ সব করার জন্য অনুমতি দিলেন।** ৯. যীশু তালাক, ধন-সম্পদ, নম্রতা সম্পর্কে বললেন ও তার ***নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যতবাণী করলেন।*** ১০. যীশু গাধার পিঠে চড়ে ঈশ্ব-রাজ বেশে যিরূশালেমে গেলেন এবং তার কর্তৃত্বের সমর্থন করলেন। ১১. ঈশ্বর অযিহুদীদের স্বীকার করে নিলেন, **ঈশ্বর ও কৈসরের যার যার পাওনা তাদেরকে দেও,** মশিহ হলেন ঈশ্বরের পুত্র। ১২. ***যীশু যিরুশালেমের আসন্ন ধ্বংস সমন্ধে ভবিষ্যতবাণী করলেন।*** ১৩. যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন এবং পুনরুত্থিত হলেন তাই *তার শিষ্যরা পবিত্র আত্মার শক্তি পেলেন।* ১৪-১৬

৩২৩. পৌল শীতের সময়ে নিকাপলীতে গেলেন সেখানে তীত ক্রীষ্কেন্ত, লূক এবং তুখিক সহ তার সাথে মিলিত হলেন। পরে ক্রীষ্কেন্ত গালাতীয়া ও তীত দাল্‌মাতিয়া গেলো (তীত ৩; ২তীম ৪)।

৩২৪. **পিতরের ২য় পত্র** (পিতরের বিদায়) **পিতর খুব শীঘ্রই মারা যাবে,** কিন্তু যীশুর পক্ষে দ্রুত দাড়াতে পারে। ১. *শিষ্যদের মধ্য থেকে উৎপন্ন লুন্ঠক শিকদের* থেকে সাবধান যেহেতু ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন। ২. ***নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী আসার আগে সবকিছু নিকৃষ্ট হয়ে যাবে;*** **অবোধ ও অস্থির মানুষেরা তাদের নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনতে পৌলের কিছু কঠিন লেখার বিকৃতি ঘটাচ্ছে।** ৩

হাইপারলিংক: মার্কের সুসমাচার ও পিতর ও পৌলের মৃত্যুর বিষয়ে এসূবিয়ের মতবাদ
প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসবীদ এসূবিয় লিপিবদ্ধ করেন যে যোহন মার্ক তার সুসমাচারটি শিষ্য পিতরের স্মরণে লিখেছিলো।
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
লক্ষ্য করুন : ১৫ অধ্যায়, ১-২ অনুচ্ছেদ
এসূবিয় লিপিবদ্ধ করেন যে নীরু শিষ্য পৌলের শিরচ্ছেদ করেন ও শিষ্য পিতরকে ক্রুশে দেন।
লক্ষ্য করুন : ২৫ অধ্যায়, ৫-৮ অনুচ্ছেদ

ধর্মগ্রন্থের কর্তৃত্ব
(২ তীম ৩: ১৬) "ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী"... **(২পিতর ৩: ১৫-১৮)"** আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণ জ্ঞান কর; যেমন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌলও তাঁহাকে দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন, আর যেমন তাঁহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা কহেন; তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বুঝা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রলিপি, তেমনি সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে। অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা এই সকল অগ্রে জানিয়া সাবধান থাক, পাছে ধর্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হইয়া নিজ স্থিরতা হইতে ভ্রষ্ট হও; কিন্তু আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্ধিষ্ণু হও। এখন ও অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহার গৌরব হউক। আমেন!" **(ইব্রীয় ৪: ১২-১৩)** "কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মভেদী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক; আর তাঁহার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁহার চুক্ষর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে, যাঁহার কাছে আমাদিগকে হিসাব দিতে হইব।"

৩২৫. হর্মগিনি ও ফুগিল্ল ইফিষে পুনরুত্থান শেষ হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস ভঙ্গের মতবাদ প্রচার করা শুরু করেছে। পৌলকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সে এখন রোমের জেলখানায় আছে আর যখন এশিয়ার শিষ্যরা তাকে ছেড়ে চলে গেলো তখন লূক তার সাথে ছিলো। অনীষিমর, সে পৌলকে ইফিষে বসে সাহায্য করেছে, এবং আবারও সাহায্য করতে তাকে রোমে খুজে বের করলো। পৌল তুখিককে ইফিষে পাঠালো, যেখানে আক্কিলা ও প্রিল্লা অবস্থান করলো, যেন তীমথিয় ও মার্ক তার সাথে দেখা করতে পারে। আলেক্সান্দর কপারস্মিথ ভয়ঙ্কর ভাবে পৌলের ও সুসমাচার প্রচারের বিপক্ষে কাজ করতে লাগলো (২তীম ১; ২; ৪)।

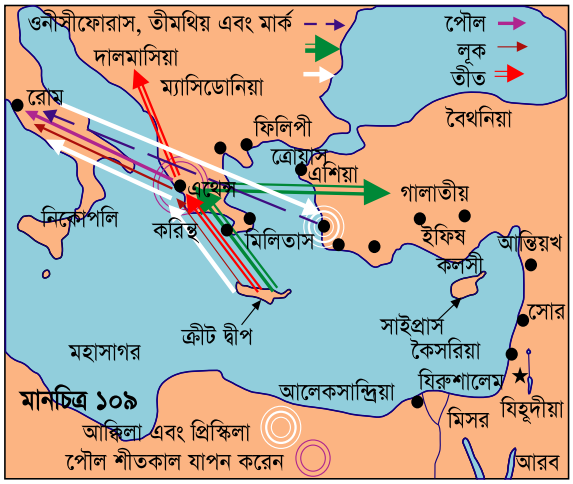

মানচিত্র ১০৯

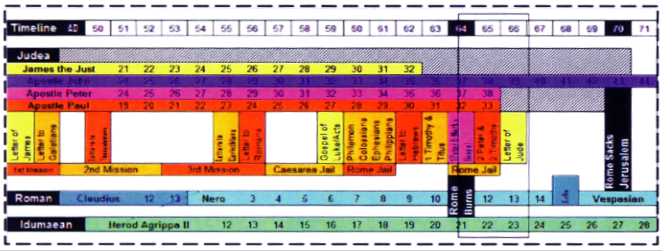

৩২৬. **তীমথিয়ের কাছে পৌলের ২য় চিঠি** (পৌলের বিদায়) তীমথিয় মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পরোনা এবং **যীশু ও পৌলের পক্ষে কথা বলে যাও।** ১. **আমরা যদি ঈশ্বরকে অস্বীকার করি তবে তিনিও আমাদেরকে অস্বীকার করবেন,** তাই এর সাথে সংযুক্ত থাকো ও কঠিন শ্রম দেও। ২. **সবকিছু আরো খারাপের দিকে যাবে কিন্তু** মনে করে দেখ পূর্বে ঈশ্বর আন্তিয়খিয়াতে, ইকনিয়ে ও লুস্ত্রায় বসে কিভাবে তাদের রক্ষা করেছিলেন। ৩. **পৌল মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছে** কিন্তু তার পুরুস্কার সামনে রয়েছে। ৪.

৩২৭. **যিহুদার পত্র** (জরুরী সতর্কবাণী) **শিষ্যদের মধ্য থেকে উৎপন্ন লুন্ঠক শিকদের হতে সাবধান হও।** ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন, তাই তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করো এবং যারা উছট খেয়ে পরেছে তাদের সাহায্য করো।

হাইপারলিংক: ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম যিরুশালেম অবোরোধ করেন এবং এটি লুঠ করতে ও মন্দির ধ্বংস করতে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফেরত আসেন।

প্রাচীন যিহুদী ইতিহাসবীদ যোষেফাস জানান যে কিভাবে রোমীয় সেনা প্রধান সেষ্টিয়াস গালাস্ বিদ্রোহ করে যিরুশালেম অবোরোধ করতে সক্ষম হন, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে তার নিজের তিন কারণে ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। যাহোক, এটি সেই চিহ্নকেই নির্দেশ করে যা যীশু মথি ২৪: ১৫-১২; মার্ক ১৩: ১২-২০; এবং লূক ২১:২০-২৪ পদে জলপাই পাহাড়ে বসে উপদেশ দেবার সময় বলেছিলেন যে যিরুশালেম ধ্বংস হবার আগে এখান থেকে পালিয়ে যাও। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ৪ বছর পরে রোমীয় সেনা প্রধান তীতাস যখন পদত্যাগ করেন তখন তাদের প্রাণ বাঁচাতে, খ্রীষ্টিয়ানরা সেখান থেকে পালিয়ে পেলা নগরে চলে যান। যেভাবেই হোক, যীশু যেভাবে লূক ২১ অধ্যায়ে জলপাই পাহাড়ে বসে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে যিরুশালেম মন্দির ধ্বংস হবে, এটি বাঁচাবার জন্য তীতাসের সকল প্রচেষ্টা সত্বেও তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হলো।

http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-2.htm

লক্ষ্য করুন: ১৯অধ্যায়, ১-৯ অনুচ্ছেদ

http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-6.htm

লক্ষ্য করুন: ৪অধ্যায়, ৩-৮ অনুচ্ছেদ

যোহনের মৃত্যু পর্যন্ত রোমীয়দের যিরুশালেম লুঠ করার সময়ে খ্রীষ্টিয়ানদের অবস্থা

হাইপারলিংক: যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যোষেফাসের মতবাদ

প্রাচীন যিহুদী ইতিহাসবীদ যোষেফাস যীশু খ্রীষ্টের কিছু উজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন যা অনেক শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন তুলেছে যে তিনি তার কোন শিষ্য নন এবং যিহুদীদের পুরোহিত পরিবারের একজন সন্তান হয়েও কেন এ কাজ করলেন। যাহোক, যোষেফাস হলেন একজন বন্দি সেনা প্রধান যিনি নিজে রোমীয়দের যিরুশালেম ধ্বংস করার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, ঠিক যেমনটা যীশু বলেছিলেন, এবং দেখেছিলেন যে কিভাবে খ্রীষ্টিয়ানরা কোন ক্ষতি ছাড়াই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো।

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm

লক্ষ্য করুন: ৩অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ

হাইপারলিংক: মারা বার- সেরাপিয়ন

খ্রীষ্টিয়ান নয় এমন একটি সীরীয় চিঠি সম্ভবত প্রথম শতকের শেষের দিকে লেখা হয়েছে যেখানে রোমীয়দের দ্বারা যিরুশালেম জয় করাকে যীশুকে অন্যায় ভাবে মেরে ফেলার পরিণতি হিসাবে বর্ণনা করা আছে, যেখানে যীশুকে তাদের বিচক্ষণ এবং সৎ রাজা হিসাবে উল্লেখ করা আছে।

http://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html

লক্ষ্য করুন: ১৬ তম অনুচ্ছেদ

৩২৮. **প্রকাশিত বাক্য** (ঈশ্বর তাকে যেভাবে দিয়েছিলেন যীশু চিহ্নের মাধ্যমে সেভাবেই ভবিষ্যতকে তুলে ধরলেন) *যীশু প্রতাপপূর্ণ অবস্থায় পাটম দ্বীপে বসে যোহনকে দর্শন দিয়ে এশিয়ার ৭ নগরের শিষ্যদের জন্য বার্তা বয়ে নিয়ে আসলেন:* **ইফ্রিস তার ভালোবাসা হারিয়েছে তবুও এখনো ঈশ্বরের জন্য লড়াই করছে- তোমাদের প্রেমকে পুনরুজীবিত কর;** স্মূর্ণাকে চাপিয়ে রাখা হয়েছে এবং সে জেলে যাবে- সত্যের পথে থাকো; পর্গাম যন্ত্রনা ভোগ করছে আর ভ্রান্ত শিক্ষকদের সহ্য করছে- তাদের থেকে দূরে থাকো; থুয়াতীরা প্রেমে পূর্ণ, সত্যবাদী, স্থায়ী কিন্তু অসাধু লোকদেরকে অন্যদের নষ্ট করতে অনুমতি প্রদান করছে- পরিষ্কার কর; সার্দি ব্যস্ততায় দিন কাটাচ্ছে কিন্তু তারা মৃত - ঈশ্বরের কাজ কর; ফিলাদিল্ফিয়া যীশুকে দুর্দিনে যেন ভুলে না যায় তাই ধৈর্য্য সহ ঈশ্বরের কথা মেনে চলছে- শক্ত ভাবে ধরে রাখো; লায়দিকেয়া মনে করে যে তারা ভালো অবস্থায় আছে আসলে তারা বাসি- সত্যিকারে নিজেকে লক্ষ্য কর। ১-৩. যোহনকে স্বর্গ দেখার জন্য ডাকা হলো, যেখানে যীশু, যিহুদার সিংহ হিসাবে এবং ঈশ্বরের মেষ হিসাবে, মহামূল্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বই কিনলেন। ৪-৫. যীশু বইয়ের **সাতটি মুদ্রাঙ্কের** মধ্যে ৬টি খুললেন: প্রথমটি খোলার পর *এক সাদা ঘোড়া দেখা গেলো;* দ্বিতীয়টি *লাল ঘোড়ায় করে যুদ্ধ নিয়ে আসলো;* তৃতীয়টি *একটি কালো ঘোড়ায় করে দুর্ভীক্ষ নিয়ে আসলো;* চতুর্থটি *পাণ্ডুবর্ণ ঘোড়ায় মৃত্যু নিয়ে আসছে যাকে পাতাল অনুসরন করছে;* পঞ্চমটি খোলার পর দেখা গেলো *বেদির নিচে সেই লোকদের প্রাণ আছে যারা ঈশ্বরের প্রতিশোধের জন্য কাঁদছে;* ষষ্ঠটি খোলার পর *লোকেরা ঈশ্বরের তেজ সহ্য করতে না পেরে যেভাবে লুকাতে লাগলো তাতে আকস্মিক ভাবে মহাজাগতিক পরিবর্তন এলো।* ৬. *ইস্রায়েলের ১২ জাতি থেকে ঈশ্বর ১২,০০০ দাসকে মুদ্রাঙ্কিত করলেন,* এরপর প্রতি জাতি, বংশ, লোক এবং ভাষা থেকে যারা যীশুর রক্তে দৌত হয়েছে তাদের এক বিশাল বাহিনী তাদের বিশাল কষ্ট থেকে উদ্ধার পাবার কারণে প্রশংসা করতে করতে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হলো। ৭. যীশু এবার সপ্তম মুদ্রাঙ্কটি খুললেন এবং সেখানে তূরীধ্বণি করার জন্য স্বর্গ দূতদের হাতে তূরী ছিলো বলে আধ-ঘন্টার জন্য নিরবতা নেমে এলো: প্রথম দূত তূরী বাজালেন, *শীলাবৃষ্টি হলো, পৃথিবীতে আগুন ও রক্ত;* ২য় দূত তূরী বাজালেন, *আগুনের একটি পাহাড় রক্তের সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলো;* ৩য় দূত তূরী বাজালেন, *একটি পতিত তারা জল বিষাক্ত করে তুললো;* ৪র্থ দূত তূরী বাজালেন, *সূর্য ও চাঁদ অন্ধকার হলো;* ৫ম দূত তূরী বাজালেন, *লোকদেরকে ৫ মাস কষ্ট দেবার জন্য অতল থেকে পঙ্গপাল ছেড়ে দেয়া হলো;* ৬ষ্ঠ দূত তূরী বাজালেন, *লোকদেরকে মেরে ফেলবার জন্য ইউফ্রেটিস নদীতে ৪ জন দূত ছেড়ে দেয়া হলো (২০০,০০০,০০০ জন আরোহী)।* ৮-৯. দূতেরা বললেন যে ঈশ্বরের রহস্য প্রায় শেষ হয়েছে, তাই যোহনকে ছোট একটি বই খেতে বলা হলো এবং প্রচার করতে বলা হলো। ১০. *ঈশ্বরের ২ জন সাক্ষীকে মেরে ফেলা হলো কিন্তু তারা পুনরুত্থিত হলো ও স্বর্গে গেলো।* ৭ম তূরী বাজানো হলো পৃথিবীর রাজ্য সকল অনন্তকালের জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে পরিণত হলো। ১১. *স্বর্গে এক শিশু জন্ম গ্রহন করলো; স্বর্গদূত মীখায়েল এবং তার দল শয়তান ও তার দলের স্বর্গদূতদেরকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন যেখানে দানব এই জেনে গর্জন করছিলো যে তার সময় শেষ হয়ে এসেছে।* ১২. *৪২ মাসের জন্য সাত মাথাযুক্ত এবং ১০ শিং বিশিষ্ট এক পশু মেষের মত ২ শিং বিশিষ্ট আরেকটি পশুর সাহায্যে ঈশ্বরের লোকদেরকে চাপিয়ে রাখলো, এক দানবের রব ও প্রচুর শক্তি আর স্বর্গ থেকে এর শত্রুদের উপরে আগুন নামাবার কারন হয়ে দাড়ালো, পৃথিবীতে প্রথম পশুটির উপাসনা করতে বাধ্য করা হলো এবং এর একটি প্রতিকৃতি বানানো হলো, যে নাম্বার ছাড়া কেউ কেনা - বেচা করতে পারবে না সেই ৬৬৬ নাম্বার জোড়পূর্বক প্রত্যেককে দেয়া হলো।* ১৩. যীশু ১৪৪,০০০ সহ সিয়োন পাহাড়ের উপর দাড়ালেন; *বাবিলের বিনাশ হলো বড়কে ছোট করা হলো; পৃথিবীতে শষ্য কাটা হলো এবং ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্র থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত রক্ত বহানো হলো।* ১৪. দূতদেরকে সর্বশেষ ৭ বোল মরক দেয়া হলো: ১ম বোল *যারা সেই পশুকে পুজা করতো তাদের ব্যাথাযুক্ত ঘাঁ এনে দিলো;* ২য় বোল *সমুদ্রকে রক্তে পূর্ণ করলো;* ৩য় বোল *নদী ও ঝরনাগুলোকে রক্তে পূর্ণ করলো;* ৪র্থ বোল *সূর্যের মাধ্যমে লোকদেরকে পুড়িয়ে দিলো;* ৫ম বোল *পশুর রাজ্যে অন্ধকার ও ব্যাথা নিয়ে এলো;* ৬ষ্ঠ বোল *ইউফ্রেটিস নদীর জল শুকিয়ে ফেললো* ও হরমাগিদোন নামক জায়গায় পৃথিবীর সকল রাজাদের একত্র করলো; ৭ম বোল ঢালা হলে *মন্দিরের ভিতর থেকে এক উচু রব শোনা গেলো তিনি বললেন "এবার শেষ হলো!" এবং ১০০ পাউন্ড শিলাবৃষ্টি এবং পৃথিবীতে হওয়া সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়ে নগরগুলো ধ্বংস করে দিলো। ১৫-১৬. মহৎ বাবিলের বিনাশ;* যীশু' নামটি ঈশ্বর হতে নীত শব্দ এবং *তিনি একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে, স্বর্গের সৈন্যদের নিয়ে, পশুটিকে ও তার সৈন্যদের পরাজিত করলেন।* ১৭-১৯. *শয়তানকে নরকে ফেলে দেয়া হলো আর যীশু ১০০০বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করলেন। এরপর তার বিপ: শয়তানকে বিদ্রোহ করার জন্য ইন্ধন জোগাতে খনিকের জন্য ছেড়ে দেয়া হলো কিন্তু অতি শীঘ্রই সে পরাজিত হলো। ঈশ্বর এক বড় সাদা সিংহাসনে বসে মৃত- শয়তানের, ২ পশুর বিচার করলেন, মৃত্যুকে ও নরককে আবার "দ্বিতীয় মৃত্যুতে" আগুনের হ্রদে ফেলে দেয়া হলো।* ২০. ঈশ্বর মানুষের সাথে বসবাস করবেন *এবং সেখানে আর কোন কান্না, কষ্ট ও মৃত্যু থাকবে না।* নতুন যিরুশালেম পৃথিবীতে নেমে আসবে *এবং জাতিগণকে সুস্থ্য করা হবে।* "আমেন! প্রভু যীশু,আসুন!" ২১-২২

প্রকাশিত বাক্যে ইস্রায়েলের ১২ জাতির নাম (প্রকা ৭)।

১. যিহুদা, ২. রূবেন, ৩. গাদ, ৪. আসের, ৫. নপ্তালী, ৬. মনঃশি, ৭. শিমোন, ৮. লেবীয়, ৯. ইসাখর, ১০. সবুলুন, ১১. যোষেফ, ১২. বিন্যামীন।